দৈনিক ইত্তেফাক

5 AUG 2009

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষকের দণ্ডাদেশ বাতিল

গণতান্ত্রিক সরকারের কারণেই ন্যায় বিচার পেয়েছি ঃ ড. আনোয়ার

॥ কোর্ট রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতের দেয়া দণ্ডাদেশ বাতিল করা হয়েছে। খালাস দেয়া হয়েছে তাদেরকে। মঙ্গলবার ঢাকার প্রথম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মোঃ আবুল বাশার এ খালাসের আদেশ দিয়েছেন। যাদের বিরুদ্ধে দণ্ডাদেশ বাতিল হয়েছে তারা হলেন: ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন, ডঃ সদরুল আমীন ও অধ্যাপক হারুন অর রশিদ।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ২০০৭ সালের ২২ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় জরুরি আইন লংঘন করে পুলিশের উপর আক্রমণ, গাড়ি ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, কুশপুত্তলিকা দাহসহ জনমনে ভীতির সৃষ্টি ও স্বাভাবিক জীবন বিপন্ন করার অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অন্যদের সঙ্গে এই তিন শিক্ষকের বিরুদ্ধেও ঢাকার শাহবাগ থানায় মামলা দায়ের করা হয়। সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে ২০০৮ সালের ২২ জানুয়ারি ঢাকার অতিরিক্ত মুখ্য মহানগর হাকিম গোলাম রব্বানী জরুরি বিধিমালা মোতাবেক তাদেরকে ২ বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে তারা ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতে ফৌজদারী আপিল করলে (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

(প্রথম পৃঃ পর)

আপিলকৃত আদালত তাদের দণ্ডাদেশ রদকৃত করে তাদের খালাস দেন। তাদের পক্ষে যারা মামলা পরিচালনা করেন তাদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল মান্নান খান, মাসুদ আহমেদ তালুকদার, খলিলুর রহমান ও শফিউর বশর।

রায়ের প্রতিক্রিয়ায় অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, দেশে যেহেতু নির্বাচিত গণতান্ত্রিক এবং মুক্তিযুদ্ধের সরকার রয়েছে, তাই এ ন্যায় বিচার সম্ভব হয়েছে। বিচার ব্যবস্থায় সেনা গোয়েন্দা সংস্থার যে হস্তক্ষেপ ছিলো এখন তা নেই বলেই হয়তো এ সুবিচার সম্ভব হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা নিশ্চিতের ফলেই বিচারকরা নিশ্চিন্তে এ সুবিচার করতে পেরেছেন। তথাকথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সেনা গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা যে ভীতির সৃষ্টি করেছিল তা আরো পরিষ্কার হওয়া দরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ২০০৭ সালের আগস্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত এই ঘটনা পুনঃতদন্তের যে সুপারিশ করেছে তাকে ইতিবাচক বলে অভিহিত করেন আনোয়ার হোসেন।

তিনি বলেন, এতে বোঝা যাচ্ছে, গণতান্ত্রিক সরকারের সময়ে বিচার বিভাগসহ সকল স্তরে স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়েছে। কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন বলেন, গণতান্ত্রিক সরকারের সময়ে এ ধরনের সুবিচার পেয়ে আমি খুবই খুশি। কৃতজ্ঞ ছাত্র-শিক্ষকসহ সকলের প্রতি। তিনি বলেন, যে অবিচার করা হয়েছিল তার ন্যায্য বিচার হয়েছে। আশা করি, দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা আর ঘটবে না।